দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 18 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১ ...

ভার্সিটির ছাত্রদের উগ্রবাদে টানা হয় ধীরে ধীরে, সুযোগ বুঝে

■ বিবিসি

বাংলাদেশের গুলশান ও শোলাকিয়া হামলার পর হামলাকারীদের কয়েকজন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন এমন তথ্যের প্রেক্ষিতে কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে উগ্র মতবাদ প্রবেশ করছে সেই প্রশ্ন জোরেসোরে উঠে এসেছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, যারা এই কাজে নিয়োজিত তারা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের উগ্রবাদের দিকে টেনে আনে সময় নিয়ে এবং সুযোগ বুঝে।

দু'জন ছাত্র বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তাদের অভিজ্ঞতার কথা। একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শফিক (ছদ্মনাম)। বছর দেড়েক আগে একদিন বিকালে ইউনিভার্সিটির লবিতে বসে ছিলেন তিনি। ক্যাম্পাস ততক্ষণে অনেকটাই ফাঁকা হয়ে এসেছে।

বিবিসির প্রতিবেদন

শফিক বলেন, এসময় তিনি দেখতে পান একটি মাইক্রোবাস তাদের বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের মূল গেটে থামল। সেখান থেকে কয়েকজন বের হয়ে সরাসরি তার কাছেই আসে। খুব সুন্দর চেহারার তিন-চারজন ছেলে। তাদের দেখে যেকারো সন্দীহ জাগবে। নাম পরিচয় জানতে চেয়ে আমার হাতে ধরিয়ে দিল কিছু লিফলেট।

শফিক বলেন, লিফলেটগুলো ছিল নিষিদ্ধ সংগঠন হিযবুত তাহরীরের। ছেলেগুলো শফিকের সাথে দীর্ঘসময় ধরে কথা বলার আগ্রহ দেখায়। কিন্তু শফিক জানতেন হিযবুত তাহরীর একটি নিষিদ্ধ সংগঠন। তাই ক্লাসের দোহাই দিয়ে তাদের ততক্ষণাৎ এড়িয়ে যান। ঘণ্টা দুয়েক পরে ফিরে এসে দেখতে পান ছেলেগুলো একটি টেবিলের ওপর বেশ কিছু লিফলেট রেখে গেছে।

ঢাকার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে দেখা গেল প্রবেশপথে নিরাপত্তা কর্মীরা সবার ব্যাগ ও দেহ তল্লাশি করছেন, যেটা এর আগে কখনও হয়নি। শিক্ষার্থীদের পুরো-নাম ঠিকানা লিখতে হচ্ছে তাদের খাতায়। আর শিক্ষার্থী, শিক্ষক সবার গলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইডি কার্ড ঝুলছে। কিভাবে ছাত্রদের কাছে জঙ্গি মতবাদ পৌঁছাচ্ছে সেটার উৎস খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। তারপরেও একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তার একটি অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে রাজি হন। তিনি বলেন, আমি দূর থেকে দেখছিলাম আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি লোক লিফলেট বিতরণ করছিল। আর তার ঠিক পাশেই একজন লোক দামি মোবাইলে ছবি তুলছিল। যারা লিফলেট নিচ্ছিল ওরা তাদেরও ছবি তুলছিল। যারা দাঁড়িয়ে কিংবা বসে লিফলেটগুলো পড়ছিল তাদের ছবিও তুলছিল। অর্থাৎ তাদের কাজের প্রকৃতি যে অনেক 'গোছালো' এবং সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়ে তারা অগ্রসর হয় এটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক ছাত্র বলেন, 'যিনি লিফলেট দিচ্ছিলেন তিনি আমাকেও বলেন, আসেন একটু কথা বলি। তারা আমাকে লিফলেট দেওয়ার চেষ্টা করছিল। আমি বললাম যে আমার কাজ আছে, সময় দিতে পারছি না। এভাবে তাদের এড়িয়ে যাই।' বিশ্লেষকেরা বলছেন ছাত্রদের উগ্রবাদে অনুপ্রাণিত করার কাজ হয়ে থাকে ধীরে ধীরে, মাত্রা ও সুযোগ বুঝে।

নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন, প্রথমে কিছুদিন ইসলামের কথা বলে তারা সাধারণ ছাত্রদের নামাজে অভ্যস্ত করে। এরপর ধীরে ধীরে সুযোগ বুঝে এ ধরনের উগ্র প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। কিন্তু ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে এসে ছাত্রদেরকে মোটিভেট করার মতো এই ঘটনা পর্যবেক্ষণের জন্য কী ব্যবস্থা আছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের, সেই প্রশ্ন উঠেছে।